

একঘরে

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়

Published by

porua.org

ভূমিকা ।



১৮৮৫ সালে ‘একঘরে’ প্রথম প্রকাশিত হয়। বহুদিন হইল মুদ্রিত পুস্তকগুলি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। নানা কারণ বশতঃ ইহার নূতন সংস্করণ করি নাই। কিন্তু এখন নানাদিক হইতে পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলাম।

আমার বিশ্বাস যে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সমাজের কিঞ্চিৎ উপকার করিয়াছে। ইহার ভাষা অত্যধিক তীব্র হইয়াছে। ইচ্ছা ছিল যে ইহার ভাষা মোলায়েম করিয়া পুস্তকখানি পুনর্মুদ্রিত করিব। কিন্তু দেখিলাম যে তাহা করিতে গেলে পুস্তকখানি আদ্যন্ত নূতন করিয়া লিখিতে হয়। অতএব পূর্বপ্রকাশিত সংস্করণের স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ বাদ দিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।



“একঘরে ।”’



মহাশয়!

আমরা দীনহীন কাঙ্গাল মূৰ্খ বিলেত-ফেরত; আমরাদিগকে কেন প্রাণে মারেন? আপনারা দেশের অহঙ্কার, আপনারা জাতির জ্যোতি, আপনার বিদ্যার প্রতিনিধি, আপনারা জ্ঞানের উৎস, আপনারা সত্যের নায়ক, আপনার সাহসের প্রতিমূৰ্ত্তি। আমরা আপনাদের নিষ্কলঙ্কচরণে পড়িতেছি; প্রাণে মারিবেন না।

আমরা—অনুতঃ আমি যখন বিলাতে গিয়াছিলাম, তখনই বোধ হইয়াছিল কাজটা বড় ভাল হইতেছে না। ভাবিয়াছিলাম যে এ বিজ্ঞানের, উৎসাহের, বীৰ্য্যের, স্বাধীনতার রঙ্গভূমি ভারতবর্ষ ছাড়িয়া কোথায় এক ভীৰুতার আলয়, মূৰ্খতার চণ্ডীমণ্ডপ—বিলেতে যাইতেছি,—একাজটা বড় ভাল হইতেছে না। একবার মনেও হইল, বুদ্ধি অধৰ্ম্মের, অজ্ঞানের, অমোচ্য কলঙ্কের, অনন্ত নিরয়ের বীজ বপন করিতেছি। কিন্তু কি করিব—মুগ্ধ মানবের মন বিবেকের বাধা শুনিল না। জাহাজে চড়িলাম, প্যাণ্ট পরিলাম, কট্লেট খাইলাম, তাহার পর দেখুন এই বিপদ।—জাহাজটা যখন গভীরগর্জ্জনময় সাগরের নীলিমায় গিয়া পড়িল, তখনই বেশ বুঝিতে পারিলাম যে কাজটা বড় খারাপ হইয়া গেল। কিন্তু তখন ফিরিয়া আসি কিরূপে? কি করিব, বিলাতে যাইলাম, ইংরাজের সহিত মিশিলাম, রোষ্টচপ খাইলাম। এখন পস্তাচ্চি। সমস্ত দোষ স্বীকার করিতেছি, মস্তক অবনত করিতেছি;—প্রাণে মারিবেন না।

দীনতার প্রতিমা আমরা, জীর্ণ শীর্ণ মলিন রোরুদ্যমান আমরা, আপনাদের শতকমল-বিনিদিত পুণ্যময় চরণে পড়িতেছি;—প্রাণে মারিবেন না।

আমরা যে ঘোর পাপ করিয়াছি তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিব;—মাথা মুড়াইব (তেড়ী ভাঙ্গিয়া যায় ক্ষতি নাই); ঘোল ঢালিব, গব্য চন্দনামৃত পান করিব—প্ৰাণে মারিবেন না।

এবার মাথায় ঘোল ঢালিয়া, গোবর দ্বারা পেটকে পবিত্র করিয়া টেবিল ভাঙ্গিয়া, বাড়ী ঘিরিয়া, রুদ্ধা প্রেয়সীর মুখ চুম্বন করিয়া তবে আর কাজ।

আবার আমরা রান্নাঘরের প্রশান্ত প্রান্তে,—রমণীয় কাষ্ট-পিঁড়িতে বসিয়া; অফোহিনী মক্ষিকার মিলিত ঝঙ্কারে; ধূমের অন্ধকারময়ী স্নিগ্ধতায়; আর্থ-থালে; ঠাকুরের বকুনীর সহিত পৈতৃক ভাল ভাত খাইব; —প্রাণে মারিবেন না।